আদেশনং-
তারিখ-১৩/০৪/২৩

অদ্য বিবাদীপক্ষের জবাব দাখিল ও নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি হাজিরা দাখিল করেন।

নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তিতে ১-২ নং বিবাদীগণ যাতে বাদীগনের শান্তিপূর্ন ভোগদখলে বাধা সৃজন অথবা সেখানে কোন ধরনে নির্মাণ কাজ করতে না পারে তজ্জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারার বিধানমতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

১ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত , লিখিত আপত্তি , দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। বাদীপক্ষের মূল দাবি হলো, বাদীপক্ষ নালিশী তফসিল বর্নিত আর এস ৮৫৩৭ দাগ তৎসামিল ১১৯৩৩ দাগের ২৪ শতক ভূমি মধ্যে ৮ গন্ডা বা ১৬ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। বিবাদীপক্ষ উক্ত দাগে ৩ শতক ভূমি খরিদ করিয়া খরিদা ভূমির অতিরিক্ত .২৮ শতক ভূমি যা বাদীপক্ষের স্বত্বীয় জোরপূর্বক দখলে নিয়ে সেখানে নির্মাণকাজ করার চেষ্টা করছে। বিবাদীপক্ষ এরুপ দাবি অস্বীকার পূর্বক তাহার খরিদীয় ভূমিতে নির্মাণ কাজ করছেন এবং কোন ভূমি দখলের চেষ্টা করছেন না মর্মে দাবি করেছেন। মামলা চলাবস্থায় বিরোধীয় ভূমিতে স্থানীয় পরিদর্শন হয়। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, ১ নং বিবাদীপক্ষ নালিশী ১১৯৩৩ দাগে যে নির্মান কাজ করছেন তা মোট ৩.২৮ শতক ভূমি নিয়ে চলমান রয়েছে। অর্থাত ১ নং বিবাদী তার স্বত্বীয় ৩ শতাংশের চেয়ে .২৮ শতক অতিরিক্ত ভূমিতে নির্মাণ কাজ করিতেছেন যা আপাতদৃষ্টে বে-আইনী। বাদীপক্ষ মূলত উক্ত অতিরিক্ত .২৮ শতক ভূমিতে কোন ধরনের নির্মানকাজ যাতে না করতে পারে তজ্জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় মালিকানা সম্পর্কিত কাগজাদি পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলায় বাদীপক্ষ তাদের প্রাইমা ফেসী কেস প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি। অত্র মামলায় ১ নং বিবাদীপক্ষ কে যদি নিষেধাজ্ঞা আদেশ দ্বারা বারিত করা না হয় তাহলে বিবাদী পক্ষ খরিদা ভূমির অতিরিক্ত .২৮ শতক ভূমিতে বসতগৃহন নির্মাণ করার সুযোগ পাবেন যাহাতে স্পষ্ঠত বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে।

বাদীপক্ষে হতে দাখিলীয় সকল দালিলিক প্রমানাদি এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা অতি পরিস্কার যে, বাদীপক্ষ তাহার পক্ষে প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়েছে এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা তাহাদের অনুকুলে। অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তপসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির

আকার ও প্রকৃতি সংরক্ষন এবং সম্মুন্নত রাখার দায়ভার অত্র আদালতের উপর অর্পিত বলে আমি মনে করি। সেইসাথে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। এরুপ অবস্থায় ১-২ নং বিবাদীপক্ষ কে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা শুধুমাত্র ১ নং বিবাদীর নির্মানাধীন স্থাপনা লাগোয়া বাদীর দাবিকৃত অতিরিক্ত .২৮ শতক ভুমিতে যেকোন ধরনের নির্মান কাজ করা হতে বিরত রাখা হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কোনপক্ষই তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ৩০/০৬/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার ১-২ নং বিবাদী পক্ষকে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত নালিশী তফসিল বর্নিত ভুমি আন্দরে নালিশী ১১৯৩৩ দাগে ১ নং বিবাদীর নির্মানাধীন স্থাপনা লাগোয়া বাদীর দাবিকৃত অতিরিক্ত .২৮ শতক ভুমিতে যেকোন ধরনের নির্মান কাজ করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ----------ইং জবাব দাখিল।